দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1989
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪

034

পরীক্ষার খাতা বদল : শিক্ষাবোর্ড নীরব কেন

প্রসঙ্গে

গত ১৬ই এপ্রিল সংখ্যা দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে "পরীক্ষার খাতা বদল: শিক্ষাবোর্ড নীরব কেন?" শীর্ষক পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্র লেখক উল্লেখ করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-র অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৯৮৬ সনে ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে ৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলের বাইরে থেকে লেখা খাতা জমা দেয়। তাদের এই দুষ্কর্মে ধনবাড়ী কলেজের একজন শিক্ষক ও কতিপয় কর্মচারী সহায়তা করে। খাতা বদলের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষও ঐ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জড়িত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শিক্ষাবোর্ড অথবা ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউই কোন ব্যবস্থা নেননি।

বর্তমান সরকার যেখানে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছেন, বিগত এস, এস, সি পরীক্ষার কেন্দ্র সমূহে নকলের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সকলের প্রশংসা যোগ্য। কিন্তু যেমনটি ঘটেছে ১৯৮৬ সনে ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তেমনটি যদি অন্য কোথাও ঘটে তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বিরোধী সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরীক্ষার খাতা বদলের মত জঘন্য কাজ যিনি বা যারাই করে থাকুন তিনি বা তারা অবশ্যই গুরুতর অপরাধী এবং এই ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা কেন উত্তর পত্র বদলের মত গর্হিত কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের এখনও কোন শাস্তি দেননি সেটাই আমাদের প্রশ্ন। আমরা আশা করবো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন।

মোঃ নুরুল ইসলাম
মধুপুর, টাংগাইল।